20 APR 1993

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 APR 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

শিক্ষাঙ্গন

ছাত্র যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব

দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যুদ্ধ দেশকে গভীর সংকটে ফেলেছে। এই যুদ্ধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে দেশকে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এখনও সময় আছে, চরম সর্বনাশের আগেই প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের এগিয়ে আসার। সকলে এরূপ হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকলে রক্তাক্ত ছাত্র যুদ্ধ দেশকে রসাতলে নিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে বহু মহাসম্মেলন হয়েছে কিন্তু কোনও মহাসম্মেলনই ছাত্র যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেনি। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত করলে ইনশাআল্লাহ সহজেই ছাত্র যুদ্ধ দেশ থেকে চিরতরে নির্মূল হবে।

দেশের প্রায় অধিকাংশ বড় রাজনৈতিক দলেরই একটি "ছাত্র সংগঠন" বা ছাত্র দল রয়েছে। রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা তাদের ছাত্র সংগঠন বা ছাত্র দলের নেতা ও কর্মীকে দিয়ে নিজেদের হীন ও জঘন্য স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাদের হাতে বন্দুক, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ তুলে দেন। যার ফলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আজ এই রক্তাক্ত অবস্থা। ছাত্রদের এই রক্তাক্ত যুদ্ধে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা বা নেত্রী কিন্তু মরছেন না, মরছে লেলিয়ে দেওয়া তাদেরই দলের ছাত্র সংগঠনের ছাত্ররা। সেজন্য দেশের সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদকে "নির্দলীয়" করা হোক— যেমন, রয়েছে খোদ আমেরিকা ও পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশগুলোতে। দেশের কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র যদি সেই কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান পদ্ধতি রেখে অর্থাৎ কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করে রাজনীতি করতে চায় তাহলে আমাদের বলার বা করার কিছুই নেই। কোন কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র ঐ কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ধরনের রাজনীতি পছন্দ করেন অর্থাৎ "নির্দলীয়" না কোন "রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি" সেটা নির্ধারণের মাফকাঠি হলো "রেফারেণ্ডাম" বা সরাসরি সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে ভোট গ্রহণ। প্রত্যেকটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত ছাত্রের মতামত জানার জন্য অবিলম্বে এক মাসের মধ্যে রেফারেণ্ডাম গ্রহণ করা হোক। দেশের যে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরনের "ছাত্র সংসদ" চালু করার পক্ষে অধিকাংশ ছাত্র রায় দিবেন ঠিক সেই ধরনের ছাত্র সংসদই সেখানে চলবে।

দেশে সাধারণ নির্বাচনের মেয়াদের মত এই রেফারেণ্ডামের কার্যকাল পাঁচ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে। যে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তিকের পক্ষে রায় দিবেন সেখানে পাঁচ বছরের জন্য ঐ ধরনের ছাত্র রাজনীতি থাকবে এবং বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছেন ঠিক তারাই থাকবেন পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু যে সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র "নির্দলীয়" ছাত্র রাজনীতির পক্ষে রায় দিবেন সেখানে অবিলম্বে বর্তমান ছাত্র সংসদ ভেংগে দিয়ে এক মাসের মধ্যে নতুন নির্বাচন দেবেন যেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ এক বা একাধিক নির্দলীয় (প্যানেল) দল অংশ নেবেন এবং যারা ক্ষমতায় আসবেন তারা পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত বহাল থাকবেন। কোন স্বতন্ত্র প্রার্থী বা নির্দলীয় দল ক্ষমতায় আসার পর কোনও রাজনৈকিত দলের সাথে কোন রূপ সম্পর্ক রাখতে পারবেন না। কোন স্বতন্ত্র প্রার্থী বা নির্দলীয় দলের কেউ যদি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক রাখনে এবং তা প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে ঐ সমস্ত সদস্য তাদের ক্ষমতা হারাবেন এবং সেই সমস্ত পদে নতুন করে নির্বাচন হবে এবং যারা রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য সদস্য পদ হারাবেন তারা নতুন নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।

যে সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে "নির্দলীয়" দল ক্ষমতায় যাবেন সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে "রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তিক" কোনও ছাত্র সংগঠন করতে পারবে না— কেউ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি নিতে হবে।

আশা করি আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছাত্র যুদ্ধ বন্ধ হবে, উপরন্তু তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠবে।

অতএব, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে আমাদের এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের দেশপ্রেমিক নেতা-নেত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, কলেজের অধ্যক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক, সাংবাদিক ও সমস্ত দেশপ্রেমিক জনগণের নিকট আকুল আবেদন করছি।

আশা করি মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী অবিলম্বে দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও কলেজের অধ্যক্ষদের ডেকে প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের নির্দেশ দিবেন।

—আঃ সালাম